সুরা আর'রহমান-এর ফজিলত

আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের লেখা শুরু করছি। আপনারা হয়তো আমার পুর্বের লেখাটি "আল্লাহ্ কি ভুল করেন" পড়েছেন। অনেকে আমার ভুল হলে ধরিয়ে দিয়েছেন, অনেকে মেইল করেছেন লেখাটি যাতে চালিয়ে যাই। তাই সকল কে ধন্যবাদ। আমার লেখা আমি চালিয়ে যাবো কথা দিচ্ছি। আল্লাহ্ কি ভুল করেন প্রবন্ধে থাকবে কোরানের ভুল বা অসংগতি নিয়ে লেখা। আর আজ লিখছি কোরানের মাঝে যে সুরা গুলো আছে তার ফজিলত নিয়ে। এখন থেকে এ দুটোই চালিয়ে যাবো।

১ম পর্ব

সুরা আর'রহমান

এ সুরাতে মোট ৭৮ টি আয়াত আছে এবং পুরো আয়তের সারর্মম হচেছ আল্লাহ অসীম ক্ষমতাবান তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন কোন মানুষ তার বিরুদ্ধে গেলে কি হবে, স্বর্গে কি পাওয়া যায়, নরকে কি আছে ইত্যাদি। মোট কথা সব সুরায় যা আছে এতেও তাই আছে কিছু রিমিক্স করা হয়েছে মাত্র।

এর ফজিলত -

১. পাঠকের চেহারা কেয়ামতের দিন পুনিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে।
২. আজাব অঘটন দুর হবে।
৩.একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত সুর্য্য দয়ের সময় এ সুরা পাঠ করলে "ফাবিআইয়্যি আলামি বাব্বিকুমা তুকাযযিবান" পড়ার সময় আঙ্গুলি দিয়ে সুর্য্যের দিকে ইশারা করলে মানুষ সহ যে কোন প্রানি পাঠকের বাধ্য গত হয়ে যাবে।
৪. এ সুরা ১১ বার পাঠ করলে যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।
৫. এ সুরা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে ব্যাধি দুর হয়।
৬. খালেস নিয়তে এ সুরা পাঠ করলে দোযখের দরজা সমুহ বন্ধ হয়ে যায় এবং ৮টি বেহেস্তের ১৬টি দরজা তার খাতিরে খুলে যায়।

এ সুরাটা কি আপনার কাছে কোন পরমানু বোমার চাইতে কম শক্তিশালী মনে হয়?
১. এ সুরাটা যারা পাঠ করেছেন তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন পুর্ণিমার চাদের মত উজ্জল হবে কোন ক্রীম (ফেয়ার এন্ড লাভলী, পন্ডস ইত্যাদী ও যা করতে পারে না) কিন্তু প্রশ্ন হল কেয়ামতের সময় যখন পাপ পুন্যের হিসাব হবে তখন চেহারা দিয়ে কিহবে?
২. আপনি বাড়ির বাইরে যাবার সময় হয়তোমনে প্রশ্ন জাগে ফিরে আসতে পারবো তো? নো চিন্তা! এ সুরাটা পাঠ করে বের হন আপনার সমস্ত আযাব অঘটন দুর হয়ে যাবে।
৩.একাধারে ৪০ দিন সুর্য্য দয়ের সময় এ সুরাটা পাঠ করে "ফাবিআইয়্যি আলামি বাব্বিকুমা তুকাযযিবান" পড়ার সময় আঙ্গুলি দিয়ে সুর্য্যের দিকে ইশারা করলে মানুষ সহ যে কোন প্রানি আপনার বাধ্য গত হয়ে যাবে।(কিন্তু সাদ্দাম, বিন লাদেন প্রমুখ শুধু শুধু যুদ্ধ না করে ৪০ দিন এ সুরা টা পাঠ করে বুশ মহাশয় কে তাদের বাধ্যগত করলেই তো পারতেন।) তবে আপনার টেনশন করতে হবেনা আপনার অফিসের বস্ , টিচার অথবা কোন মুরুব্বি যে কিনা বেশি বেশি হাংতাং করে তার উপর ফর্মুলাটা ব্যবহার করেই দেখুন না।
৪. এ সুরা টা ৪০ দিন পাঠ করতে যদি কষ্ট হয় তাহলে এর শর্ট কোর্স হিসেবে সুরাটা মাত্র ১১ বার পাঠ করুন যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যেমন ধরুন আপনি আমেরিকা দখল

করতে চান, একপাশে দাড়িয়ে বুশ আপনাকে বাতাস করবে অন্যপাশে সাদ্দাম আপনাকে সারাবের পেয়ালা এগিয়ে দেবে, লাদেন আপনার দেহ রক্ষি থাকবে এবং কেরি আপনাকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের কাহীনি শোনাবে। আহ্ ! নো চিন্তা অলৌকিক ক্ষমতাতো আপনারই।
৫. আপনার ব্লাড ক্যান্সার, এইডস, কিডনী ড্যাম, হুপিংকাশী অথবা উষ্টা খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ উল্টে গেছে ? কেন শুধু শুধু ডাক্তার দেখাবেন? কেন ঔষধ খাবেন? আবার নানান টেষ্ট করেও পয়সা নষ্ট না করে সুরাটা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিন দেখবেন ডাইরেক্ট অ্যাকশন সব খালাস।
৬. এই বার হচেছ এ সুরার আসল ক্ষমতার বর্ণনা
মনে করেন আপনি আজিবন খারাপ কাজ করেছেন অর্থাৎ পুর্ণ্যের পরিমান ০০০.০০ এরও কম আপনি কল্পনা করছেন যে দোযখে রোস্ট হচেছন, যেমনটি দেখা যায় কোন ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে আগুনে পুড়ন্ত ঘুড়ন্ত গ্রীল চিকেন।
কিন্তু আপনার বেলায় তা কিছুই হবে না আপনি যদিঃ
খালেস নিয়তে এ সুরা পাঠ করেন
তাহলে দোযখের দরজা সমুহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং শুধু মাত্র আপনার জন্য ৮টি বেহেস্তের ১৬ টি দরজা খুলে যাবে।(৮টি বেহেস্তে ১৬টি দরজা কেন জানেন? আমিও জানিনা।) আমাদের দেশের কিছু বেঈমানদার ব্যাক্তিরা (গোলাম আজম, নিজামী, সাঈদী প্রমুখ) এ সুরার ভরসাতেই এত অর্কম কুর্কম করে বেড়াচেছ।

২৭.০৮.০৪

চলবে...

Md. Amin Talukder (Johny){Dracula}
An Anti crist
jonydracula@yahoo.com
the_dark_prince_00@hotmail.com